বদলে যাচ্ছে মহেশপুর-কোটচাঁদপুর

বাদাম চাষে সাফল্য

যশোর থেকে মামুন রহমান

ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলার সীমান্ত ঘেঁষে অবস্থিত আলামপুর গ্রামের কৃষক তাজিম উদ্দিন, জোনাব আলী, জসিম উদ্দিন ও কাবিল এখন বেজায় খুশি। সারা জীবন চাষের কাজ করেও কোথায় যেন অতৃপ্তি কাজ করতো তাদের। মৌসুম শেষে ফসল ঘরে উঠলে লাভ-লোকসানের হিসাব কষলে কপালে ভাঁজ পড়তো তাদের। অতৃপ্তিটা মূলত ওখানেই। কিন্তু হঠাৎ করেই দৃশ্যপট বদলে গেছে। মৌসুম শেষে এখন তাদের চোখে-মুখে দেখা যায় তৃপ্তির হাসি। বাদাম চাষ তাদের এ পরিবর্তন এনে দিয়েছে। শুধু তাজিম আর জোনাব আলীরাই নয়, যশোরের চৌগাছা আর ঝিনাইদহের মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলার বিশাল একটি অংশের চাষীদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে বাদাম চাষ। ধান-পাট চাষ করে বার বার লস খাওয়া কৃষকরা লাভের মুখ দেখতে পাওয়ায় তারা ব্যাপকভাবে বাদাম চাষের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন। কৃষি বিভাগের সূত্রে জানা গেছে, বর্তমানে এ উপজেলায় প্রায় ৮০০ হেক্টর জমিতে বাদাম চাষ হচ্ছে। চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে কৃষি বিভাগও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, যশোর-ঝিনাইদহ অঞ্চলে মূলত ধান, পাট, আলু ও সবজির চাষই বেশি হয়ে থাকে। কিন্তু এরই মাঝে যশোরের চৌগাছা ও ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর এবং মহেশপুরের কিছু কৃষক সম্পূর্ণ ব্যক্তি উদ্যোগে বাদাম চাষ করতেন। এ চাষে ভালো লাভ হওয়ায় আশপাশের চাষীরাও এক পর্যায়ে বাদাম চাষ শুরু করেন। জানা গেছে, এভাবে গত ১০ বছরে এক নীরব বিপ্লব ঘটে গেছে এ অঞ্চলে। এক সময় যেখানে হাতে গোনা কয়েকজন চাষী তাদের জমিতে বাদাম চাষ করতেন, এখন সেখানে ৮০০ হেক্টর জমিতে বাদাম চাষ হচ্ছে। এবং ক্রমেই এর প্রসার ঘটছে। মূলত লাভ বেশি হওয়ায় কৃষকরা বাদাম চাষের প্রতি ঝুঁকে পড়ছেন।

মহেশপুরের কৃষকরা জানান, মূলত বেলে মাটিতেই বাদাম চাষ হয়ে থাকে। এর বড় আরেকটি সুবিধা হলো- বছরে একই জমিতে ৩ বার বাদাম চাষ করা যায়। ফলে লাভও হয় বেশি। আলামপুর গ্রামের কৃষক তাজিম উদ্দিন অনেকটা স্বস্তি প্রকাশ করে বলেন, এক বিঘা জমিতে চাষ করতে বীজ লাগে আধা মণ। যার মূল্য ৬০০ টাকা। এ ছাড়া জমি প্রস্তুত, সার ও সেচসহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ হয় আরো প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ টাকা। অর্থাৎ এক বিঘা জমিতে বাদাম চাষ করতে খরচ হয় ১২০০ থেকে ১৩০০ টাকা। এক বিঘা জমিতে বাদাম উৎপন্ন হয় গড়ে প্রায় ১০ মণ। বাজারে যা বিক্রি হয় ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা করে। অর্থাৎ এক বিঘা জমিতে উৎপন্ন বাদাম বিক্রি হয় ৬০০০ টাকা থেকে ৮০০০ টাকা পর্যন্ত। অর্থাৎ প্রতি বিঘায় খরচ বাদে লাভ থাকে ৪৭০০ টাকা থেকে ৬৭০০ টাকা পর্যন্ত। কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, বাদাম মূলত চরাঞ্চলেই চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু চৌগাছা, মহেশপুর ও কোটচাঁদপুরের মাটি ও আবহাওয়া এর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ায় তারাও ভালোভাবে এর চাষ করতে পারছেন। বর্তমানে এ অঞ্চলে প্রতি মৌসুমে প্রায় ৬০ হাজার মণ বাদাম উৎপন্ন হচ্ছে। বাদাম চাষ করে অনেকেই স্বাবলম্বী হয়েছেন। অর্থনৈতিকভাবেও তাদের জীবন যাত্রায় এসেছে ব্যাপক পরিবর্তন।

এদিকে বাদাম চাষের প্রসার ঘটায় এ এলাকায় একটি বড় বাজারও গড়ে উঠেছে। কোটচাঁদপুরের পাইকারি বাদাম ক্রেতা দিলীপ কুমার জানান, প্রতি রবি ও বৃহস্পতিবারে সেখানে বাদামের হাট বসে। প্রতি হাটে ৩০০ থেকে ৪০০ মণ পর্যন্ত বাদাম ওঠে। বর্তমানে প্রতিমণ বাদাম বিক্রি হচ্ছে ৬০০ থেকে ৮০০ টাকা করে। এ ছাড়া ঝিনাইদহের কালীগঞ্জেও বাদামের হাট বসে বলে তিনি জানান। ঐ এলাকায় অন্তত ১৪ জন বড়মাপের বাদাম ব্যবসায়ী রয়েছেন।

এদিকে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, ঐ অঞ্চলে বাদাম চাষে যে নীরব বিপ্লব ঘটেছে তা হয়েছে একান্ত ব্যক্তি প্রচেষ্টায়। কৃষকদের প্রশিক্ষণ ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা থাকলে এর আরো ব্যাপ্তি ঘটতো বলে কৃষকদের বিশ্বাস। তারা জানান, বরিশাল, হাতিয়া ও সন্দ্বীপের বাদাম চাষীদের মাঝে বিনামূল্যে বীজ দেয়া হলেও এ অঞ্চলের কৃষকরা তা পান না। তারা পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে আরো ভালো করতে পারতেন বলে তাদের বিশ্বাস। বাদাম চাষী জোনাব আলী বলেন, বাদাম চাষের জন্য ঋণ সুবিধা পাওয়া গেলে আরো অনেকেই এগিয়ে আসতেন। তাতে বাদাম চাষের প্রসার ঘটতো। লাভবান হতেন চাষীরা। তবে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহেশপুরের অতিরিক্ত কর্মকর্তা মনোজিত মল্লিক বলেন, বাদাম চাষের জন্য কৃষিঋণের সুবিধা থাকলেও এখানকার কৃষকরা তা ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেননি। মূলত বিষয়টি হয়তো তারা জানেন না। তবে কৃষি বিভাগ তাদের উদ্বুদ্ধ করতে সর্বাত্মক চেষ্টা করছে। তারা ৩টি প্রদর্শনী প্লটের পাশাপাশি ৯০ জন কৃষককে প্রশিক্ষণও দিয়েছেন। তিনি জানান, মহেশপুর-কোটচাঁদপুর অঞ্চলে যে বাদাম চাষ হচ্ছে তা 'ঢাকা আয়ন' নামে পরিচিত।

লাভের মুখ দেখতে পাওয়ায় কৃষকরা ব্যাপকভাবে বাদাম চাষের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছেন